কিয়ামত আসবে যখন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

কিয়ামত আসবে যখন

মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম [হাফিযাহুল্লাহ]

সংকলন
আবু আমাতুল্লাহ

সম্পাদনা
শোআইব আহমাদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন

কিয়ামত আসবে যখন

মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম [হাফিজাহুল্লাহ]

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
al furqanshop.com
raiyaanshop.com

মুদ্রিত মুল্য: ৩৪০/-

সংকলকের কথা

বক্ষমান পুস্তিকাটি মূলতঃ একটি বয়ান সংকলন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন উস্তাযে মুহতারামকৃত জুমাপূর্ব মূল্যবান দশটি আলোচনার লিখিত সংস্করণ। নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় যদিও কিয়ামতের নিদর্শন; তবে আলোচনা শুধু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

অতএব, পাঠক এতে কিয়ামতের নিদর্শনাবলী জানার পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং জীবন চলার প্রয়োজনীয় পাথেয় ও উপাদানও পাবেন ইসলামের সঠিক নির্দেশনার আলোকে—এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে, কথাগুলোকে স্বতন্ত্র বইয়ের আঙ্গিকে রূপান্তরের। এরপরও পাঠকমহলের নিকট আমাদের অনুরোধ থাকবে—বইটি বয়ান শোনার আন্দাযে পাঠ করলে অধিক ফলপ্রসূ হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশনার এই শুভ মুহূর্তে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সেইসব ভাইদেরকে, যারা উস্তাযে মুহতারামের এই মূল্যবান বয়ানগুলো সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম থেকে উত্তম জাযা ও প্রতিদানে সিক্ত করুন।

শ্রুতিলিখন থেকে শুরু করে বইটি পাঠকের হাতে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার বেশ কিছু বান্দার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহায়তার হাত না হলে হয়তো এটি আলোর মুখ দেখতে পেতো না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। শুধু বলি—جزاهم الله أحسن الجزاء

এমন কোন কর্ম এতে ব্যয় করা যায়নি, যাকে অধম নাজাতের উসিলা স্বরূপ পেশ করতে পারে; যদি না আল্লাহ মহান নিজ দয়ায় কবুল করে নেন। তবুও হৃদয়কোণে ক্ষীণ এক আশার প্রদীপ জ্বলে ওঠে, আল্লাহর এক প্রিয়বান্দার এই দুআটুকু আশ্রয় করে,

تقبل الله منك هذا العمل، وجعله خالصا لوجهه الكريم، وجعله ذخرا لك ليوم الدين، يوم لا ينفع مال، ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم!

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর এই মুখলিস বান্দার দুআয় আপনিও বলুন না—আমিন! আপনার ওপরও আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করুন সেইদিন, যেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন উপকারে আসবে না।

-আবু আমাতুল্লাহ
০৬/১২/১৪৪০ হিজরি
০৮/০৮/২০১৯ ইং

সম্পাদকের কথা

سم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد

ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম একটি বিষয় হলো কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখা। কিয়ামত হলো, আল্লাহর সকল সৃষ্টির ধ্বংস শেষে বিচার দিবস। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুকের হিসেব নিবেন ও ভালো বা মন্দের চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। কিয়ামতের দিনে কারো বিন্দুমাত্র গুনাহ থাকলে তা দৃষ্টিগোচর হবে, আবার সামান্য পরিমাণ নেকিও দৃশ্যমান থাকবে। কোন কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।

কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন-সুন্নাহয় অনেক জায়গায় মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি বিশেষভাবে কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখা কতটা জরুরি। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও কিয়ামতকে বিশ্বাস করে, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য বিষয়ও বিশ্বাস রাখে। এর ভিত্তিতে অনেক আলিমগণ বলেছেন, এই দুটি আলামত দ্বারা কাফির ও মুসলিমের পার্থক্য করা সহজ হয়। কারণ, অনেক কাফির আছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে ঠিক, কিন্তু পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে আমরা জানতে পারি, কিয়ামত সংঘটিত হবার আগে কিছু আলামত প্রকাশ পাবে। এই আলামতগুলোর মাধ্যমে কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিশেষ করে, কিয়ামতের পূর্বে নানান ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেসব হাদিস ও হাদিসের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা সাবলীলভাবে সংকলিত হয়েছে। যাতে একজন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারবে, কিয়ামত আমাদের কতটা নিকটে!

বইটি মূলত বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের সংকলন। তাই পাঠক বইটি 'বইয়ের মত' না পড়ে, 'নসিহত শোনার মত' পড়লে বইয়ের আলোচনা হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হবে।

আমরা চেষ্টা করেছি বইটিতে হজরতের কথাগুলো হুবহু রেখে দিতে। ওয়াজের মধ্যে শ্রোতাদের বোঝানোর স্বার্থে একই কথাকে বারবার বলা হয়; আমরা কেবল সে 'তাকরার'গুলো বাদ দিয়েছি। কিছু জায়গা পাঠকের বুঝতে অস্পষ্ট লাগবে ভেবে সে জায়গাগুলো সাবলীল ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আরো যৎসামান্য কিছু কাজ করতে হয়েছে বইয়ে। বইয়ে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করে নিব।

বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের চিন্তাকে প্রশস্ত করবে, ভাবনাকে সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ তাআলা নাঈম সাহেব হুজুর, সংকলক ও প্রকাশকসহ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম জাজা দান করুন, পাঠকদের এই বই থেকে উপকৃত করুন।

-শোআইব আহমাদ
২৭-১-২১

সূচিপত্র

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী জানার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ২০
কিয়ামতের নিদর্শন দুই প্রকার ২১
বড় নিদর্শন ২১
ছোট নিদর্শন ২১
কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন: শেষনবির আগমন ২২
এক হাদিসে ৬টি নিদর্শন ২৩
কিয়ামতের দ্বিতীয় নিদর্শন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল ২৪
কিয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন: বাইতুল মাকদিস বিজয় ২৪
বাইতুল মাকদিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৪
কারণ—মুসলিম শাসকদের গাফলতি ২৫
চূড়ান্ত লড়াই ২৫
ইহুদিদের 'চতুরতা'! ২৬
কিয়ামতের চতুর্থ নিদর্শন: মহামারি ২৮
কিয়ামতের পঞ্চম নিদর্শন: ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ২৯
কিয়ামতের ষষ্ঠ নিদর্শন: ফিতনার ব্যাপকতা ৩০
সর্বগ্রাসী ফিতনা ৩০
কিয়ামতের সপ্তম নিদর্শন: যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং খ্রিষ্টানদের চুক্তিভঙ্গ ৩১
কিয়ামতের অষ্টম নিদর্শন: মিথ্যা নবির আবির্ভাব ৩২
মিথ্যা নবুওয়াত দাবীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ৩২
নবুওয়াতের দাবিদার ইংরেজের দালাল! ৩৩
পবিত্র কুরআনে সবচেয়ে বেশি আয়াত জিহাদ সংক্রান্ত ৩৩
জিহাদ রহিত করার কী উপায়? ৩৪
কাফিরে কাফিরে পার্থক্য ৩৫
কিয়ামতের নবম নিদর্শন: অগ্নিকুণ্ডের প্রকাশ ৩৬
কিয়ামতের ১০তম নিদর্শন: তাতারীদের সাথে যুদ্ধ ৩৭

তাতারিদের আকার-আকৃতি ৩৭
কিয়ামতের ১১তম নিদর্শন: ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ৪০
দুই বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসচিত্র ৪১
একই হাদিসে ১২টি নিদর্শন ৪২
কিয়ামতের ১২তম নিদর্শন: রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট ৪৪
রাষ্ট্রীয় সম্পদে মালিকানা সবার ৪৪
কিয়ামতের ১৩তম নিদর্শন: আমানতের খেয়ানত ৪৬
মুনাফিকের নিদর্শন চারটি ৪৬
কিয়ামতের ১৪তম নিদর্শন: যাকাতকে জরিমানা মনে করা ৪৮
একটি বিধান যে অস্বীকার করবে, তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ হবে ৪৮
যাকাত অন্যসব সম্পদকে পবিত্র করে দেয় ৪৯
কিয়ামতের ১৫তম নিদর্শন: দীনী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে জাগতিক শিক্ষা অর্জন করা ৫০
ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন রয়েছে ৫১
সন্তান দুনিয়ায় আসার ক্ষেত্রে আমার অবদান কতটুকু? ৫১
ভবিষ্যত কয়টি? ৫১
উভয়ধারার শিক্ষাব্যবস্থার খণ্ডচিত্র ৫৩
এসব আমাদের কর্মফল ৫৩
ষড়যন্ত্রের কবলে দ্বীনি শিক্ষা ৫৪
মৃত্যুর পরও আমল চলমান রাখার তিন পথ ৫৫
কিয়ামতের ১৬তম নিদর্শন: মায়ের অবাধ্য হওয়া ৫৭
উত্তম আচরণের সর্বাধিক হকদার আমার মা ৫৭
কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? ৫৮
সম্পদ ও সম্মানলাভের সহজতম পন্থা ৫৮
আদর্শের অনুপম নমুনা ৬০
কিয়ামতের ১৭তম নিদর্শন: পিতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া; বন্ধুবান্ধবদেরকে কাছে টানা ৬৫
কিয়ামতের ১৮তম নিদর্শন: মসজিদে হৈচৈ-হট্টগোল করা ৬৬
কিয়ামতের ১৯তম নিদর্শন: সমাজের নেতৃত্ব দেবে ফাসিক ফুজ্জার ৬৭
ফাসিক-ফাজির কারা? ৬৭

মূর্খ-নির্বোধের পরিচয় রাসুলের যবানে ৬৭
কিয়ামতের ২০তম নিদর্শন: সমাজের নেতৃত্ব দেবে নিকৃষ্ট মানুষেরা ৬৯
কিয়ামতের ২১তম নিদর্শন: ভালো মানুষের প্রতি অবহেলা ও অসদাচরণ..... ৭০
শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাপকাঠি কী? ৭০
কিয়ামতের ২২তম নিদর্শন: সম্মান দেখানো হবে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য.....৭২
কিয়ামতের ২৩তম নিদর্শন: গান-বাজনার ব্যাপকতা..... ৭৩
পকেটে পকেটে অশ্লীলতা! ৭৩
সুযোগ নেই চোখ বন্ধ করে থাকার ৭৪
উদাহরণ এই দুনিয়াতেই রয়েছে ৭৫
যারা দ্বীনকে উপহাসের বস্তু বানায় ৭৫
কিয়ামতের ২৪তম নিদর্শন: মদপানের ব্যাপকতা ৭৮
কিয়ামতের ২৫তম নিদর্শন: পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামকে গালমন্দ করা ৭৯
তাহলে চার ইমাম কেন? ৭৯
কিয়ামতের ২৬, ২৭, ২৮ ২৯ ও ৩০তম নিদর্শন :অগ্নিবায়ু; ভূমিকম্প; ভূমিধস;
রূপ-বিকৃতি; পাথরবর্ষণ ৮১
কিয়ামতের ৩১তম নিদর্শন: যিনা-ব্যভিচার বৈধ মনে করা..... ৮৪
পথই রুদ্ধ ৮৪
সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বিধান..... ৮৫
হেফাজত করতে হবে সব অঙ্গকেই..... ৮৬
ঈমান বহাল থাকার অন্যতম অনুসঙ্গ হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম
মেনে নেয়া..... ৮৭
কাফের ও গুনাহগারের মাঝে পার্থক্য ৮৮
আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে দুনিয়ার কারো কোন হুকুমই চলবে না ৯১
আল্লাহ তাআলাকে শুধু 'সৃষ্টিকর্তা' মানলেই মুসলমান হওয়া যায় না.....৯২
'হাজী'-'নামাযী' হয়েও অমুসলিম!.....৯৪
হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘটনা ৯৫
হযরত সুমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ৯৫
প্রকৃত মুসলমানের আখলাক ও আচরণ.....৯৭
দূর থেকে নয়; ইসলামকে দেখুন কাছে থেকে ৯৭

গাদ্দারের পরিণতি সুনিশ্চিত ৯৮
উমরার নিয়ত কাফির থাকাবস্থায় ৯৮
জীবন্ত কবর দেয়ার খণ্ডিত ধারণা.....৯৯
সাবধান! ভেঙ্গে যেতে পারে ঈমান!! ৯৯
মুসলমানের লেবাস-সুরত থাকলেই সে মুসলমান নয়..... ১০০
কিয়ামতের ৩২তম নিদর্শন: রেশমী পোশাক পরিধান করা..... ১০৩
কিয়ামতের ৩৩তম নিদর্শন: মদপান করাকে বৈধ মনে করা.....১০৫
কিয়ামতের ৩৪তম নিদর্শন: গান-বাজনাকে বৈধ মনে করা..... ১০৬
ঈমানের উদাহরণ বেলুনের মতো..... ১০৬
শয়তান কীভাবে শয়তান হলো?.....১০৭
ইবলিসের পরিণতি থেকে আমরা যে শিক্ষা নিতে পারি.....১০৭
জিহ্বা; পাপ-পুণ্যের আধার..... ১০৮
আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন.....১০৯
কিয়ামতের ৩৫তম নিদর্শন: আকস্মিক মৃত্যুর হার বৃদ্ধি ১১০
প্রতিটি মুহূর্তেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা বাঞ্ছনীয়.....১১০
'নেককাজের ইচ্ছা' মেহমানের মতো.....১১১
সকালে মুসলিম বিকেলে কাফির!..... ১১২
যে কাফিরের পক্ষ নেবে, সেও কাফির ১১৩
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কেবল ইসলামের ভিত্তিতে; বংশের ভিত্তিতে নয়..... ১১৪
কিয়ামতের ৩৬তম নিদর্শন: ঘর-বাড়ি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুসজ্জিতকরণ .. ১১৫
ইসলাম সৌন্দর্যতাকে উৎসাহপ্রদান করে..... ১১৫
কিয়ামতের ৩৭তম নিদর্শন: মসজিদ সুসজ্জিত করা ১১৬
কাকে বলে মসজিদ? ১১৬
মসজিদ কমিটি মসজিদের খাদেম ১১৬
মসজিদ কমিটির কী কাজ?..... ১১৭
খেদমতের জন্য কমিটিতে থাকা জরুরী নয় ১১৮
গোপন দান—আখেরাতের অন্যতম পাথেয় ১১৯
মসজিদ খুব বেশি সুন্দর করা ও কামনা করা অনুচিত ১২০
কিয়ামতের ৩৮তম নিদর্শন: শুধু পরিচিতদেরকে সালাম দেয়া ১২২

কুরআনের সাধারণ নীতি ১২৩
সালাম: একটি দুআ ১২৪
সালাম: অন্যতম উত্তম আমল ১২৫
ঝগড়া-বিবাদ দূর করার অব্যর্থ উপায় ১২৬
বাজারে যাই, সালামের সওদা করতে ১২৬
সালামের শব্দ তিনটি ১২৭
অহংকারের মহৌষধ: আগে সালাম দেয়া ১২৮
অহংকার কাকে বলে? ১২৮
অহংকারীর উদাহরণ ১২৯
অহংকারীর চিকিৎসা ১২৯
সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব ১৩০
কে কাকে সালাম দেবে? ১৩২
মহিলাদেরকে সালাম দেয়ার বিধান ১৩৩
অমুসলিমদের সালাম দেয়া নিষিদ্ধ ১৩৪
মোবাইল-ইন্টারনেটে সালামের বিধান ১৩৪
আরো দুই প্রকার সালাম: সালামুত-তাহিয়্যাহ ও সালামুল-ইসতি'যান ১৩৫
নিজের ঘরও বিরান ঘরে সালাম ১৩৭
কিয়ামতের ৩৯তম নিদর্শন: মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা ১৪১
সব ধর্মেই নিন্দনীয় ১৪১
রোমের বাদশাহর দরবারে আবু সুফিয়ানের সত্যবাদিতা ১৪২
মিথ্যার রকমফের ১৪৪
সার্টিফিকেটে ১৪৪
ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট ১৪৪
মিথ্যা চারিত্রিক সনদ ১৪৫
মানুষের ভালো-মন্দ জানার উপায় দুটি ১৪৫
ভুয়া পদবী ১৪৭
ব্যবসায়ীদের জন্য সুসংবাদ এবং লাঞ্ছনা ১৪৭
পণ্যের মাঝে দোষ থাকলে বলে দেয়া কর্তব্য ১৪৮
মিথ্যা বলা ও সাক্ষ্য দেয়ার ভয়াবহতা ১৪৯

এক গুনাহের চার সাক্ষী! ১৫১
তাওবা ১৫২
তাওবার দরজা এখনো খোলা ১৫২
তিনকালের তিন কাজের নাম তাওবা ১৫৩
বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা ১৫৫
বাচ্চাদেরকে দিয়ে মিথ্যা বলানো ১৫৬
মিথ্যা বলার অবকাশ ১৫৭
তৃতীয় হলো, দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা ১৫৮
তাওরিয়া: মিথ্যার উত্তম বিকল্প ১৫৯
যেখানে মিথ্যা বলা ওয়াজিব ১৬০
মুসলমানের জান-মাল সবই আল্লাহ তাআলার নিকট দামী ১৬১
নিজের সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে মারা গেলে সে শহিদ ১৬১
কিয়ামতের ৪০তম নিদর্শন : হালাল-হারামের পরোয়া না করা ১৬২
রিযিক নির্ধারিত: উপার্জনের দ্বার উন্মুক্ত ১৬৩
ঝেড়ে ফেলুন হতাশা ১৬৪
হারাম সংশ্লিষ্ট সবকিছুই হারাম ১৬৫
হারামে আরাম নেই ১৬৫
দেখুন কুদরতি ফয়সালা! ১৬৬
পরীক্ষা আসা স্বাভাবিক ১৬৬
৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কোন বান্দা পা বাড়াতে পারবে না ১৬৭
কিয়ামতের ৪১তম নিদর্শন: শুধু বিশেষ ব্যক্তিদেরকে সালাম দেয়া ১৭২
কিয়ামতের ৪২তম নিদর্শন: উপার্জনের পন্থা ব্যাপক হওয়া ১৭৩
নারীর কর্মস্থল ১৭৩
ইসলামই নারীকে ঘরের রাণী বানিয়েছে ১৭৪
জলের কুমির ডাঙ্গায় আসার পরিণতি... ..... ১৭৪
ইসলাম নারীর মালিকানা অস্বীকার করে না ১৭৭
মুসলিম নারীর সম্ভ্রমের দাম ১৭৮
দুইদিকের দুই চিত্র ১৮০
প্রসঙ্গ: মোহর ও যৌতুক ১৮১

কিয়ামতের ৪৩তম নিদর্শন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ ১৮২
সম্পর্ক ভালো রাখার ধারাপরম্পরা..... ১৮৩
কাকে বলে আত্মীয়তার সম্পর্ক?.....১৮৪
সম্পর্ক রক্ষার স্তর ১৮৪
দান-সদকা পাওয়ার হকদার যারা.....১৮৫
কল্যাণের চাবিকাঠি; প্রিয় বস্তু দান করা ১৮৭
দানের চমৎকার কাহিনী ১৮৮
কিছু টাকা স্ত্রীর হাতে দিন ১৮৯
কিয়ামতের ৪৪তম নিদর্শন: মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও সত্য সাক্ষ্য গোপন করা.....১৯৩
কিয়ামতের ৪৫তম নিদর্শন: লেখালেখির প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে.....১৯৩
কিয়ামতের ৪৬তম নিদর্শন: কারী ও আলিম-উলামার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে.....১৯৬
কিয়ামতের ৪৭তম নিদর্শন : ওহির ইলম তুলে নেয়া হবে.....১৯৮
কিয়ামতের ৪৮তম নিদর্শন: হত্যাযজ্ঞ বৃদ্ধি পাবে ১৯৯
কিয়ামতের ৪৯তম নিদর্শন : কুরআন শরীফ পড়বে কিন্তু আমল করবে না ... ২০০
আলিমও ভণ্ড হতে পারে..... ২০০
কিয়ামতের ৫০তম নিদর্শন: মুনাফিক ও কাফির-মুশরিকেরা মুসলমানদের সাথে ইসলাম নিয়ে তর্ক করবে.....২০২
যার কাজ, তাকেই সাজে ২০২

সারাবিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১৫,০০০ (পনের হাজার)-এরও অধিক টিভি চ্যানেল চালু রয়েছে। অর্ধ শতাধিক স্যাটেলাইট স্টেশন আছে। এসব থেকে প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ অশ্লীল ছবি, ভিডিও ও খবরাখবর প্রচার করা হচ্ছে। আর ইন্টারনেট তো রয়েছেই! যার সর্বগ্রাসী আগ্রাসন পুরো সমাজব্যবস্থাকে 'জালের' মতোই গ্রাস করে নিয়েছে। দুনিয়ার যে কোন জায়গায় বসে ইন্টারনেট সংযোগ দিলেই চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীলতা হাতের মুঠোয় এসে যায়। মরুভূমি কিংবা লোকালয়, সমুদ্র কিংবা পাহাড়, সর্বত্রই আজ চরম পর্যায়ের অশ্লীলতায় ছেয়ে গেছে।

১. কিয়ামতের নিদর্শন: ১-১০

الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيِّآت أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، ونشهد أن لا إلٰه إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أنَّ سيِّدنا ومولانا محمَّدا عبده ورسوله، أما بعد .

ففى حديث جبريل؛ قال: فأخبرنى عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم مِن السائل، قال: فأخبرنى عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربّتها، وأن ترى الحُفات العراة رعاء الشاء؛ يتطاولون فى البنيان.

اللّٰهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل أبراهيم، إنَّك حمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّه صالحا، واجْعَلْه لِوَجْهِكَ خالِصا، و لا تَجْعَلْ لِأحَدٍ فِيْه شَيْئا.

মুহতারাম মুসল্লিয়ানে কেরাম,

আমাদের নবি, সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সর্বশেষ নবি। তাঁর পর আল্লাহ তাআলার বার্তা ও বিধান নিয়ে, ওহির পয়গাম নিয়ে আর কোন নবি-রাসুল দুনিয়াতে আগমন করবেন না। এজন্য, কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষ আসবে, দুনিয়াতে যতো রকমের অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব কথা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন; কোনোটা সংক্ষেপে, কোনোটা আবার বিস্তারিত আকারে।

ইসলামি শরীয়তের অন্যতম একটি বিষয় হলো কিয়ামত। কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় কিয়ামতের কথা বিবৃত হয়েছে। আমাদের ঈমানেরও অন্যতম একটি অংশ এটি যে, "কিয়ামত সংগঠিত হবে; এই দুনিয়া ও এর মধ্যকার

সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে”—একথার সাক্ষ্য দেয়া ও এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُم إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ.

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেনই; এতে কোন সন্দেহ নেই।[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا.

সুতরাং, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।[২]

সুরা জাসিয়ায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৩]

কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّه وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِه وَبَنِيْه .

কিয়ামত যখন উপস্থিত হবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে, তার মাতা-পিতা হতে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে।[৪]

---

[১] সুরা নিসা: ৮৭।
[২] সুরা নিসা: ১৪১।
[৩] সুরা জাসিয়া: ২৬।

কিয়ামতের সবচেয়ে বিভীষিকাময় অবস্থার বিবরণ এসেছে এই আয়াতে,

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ; যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।[৫]

অতএব, কিয়ামত সংগঠিত হবে, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্যসহ মহাবিশ্বের এই সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সবাইকে হাশরের ময়দানে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যসব ইবাদাত ও বিধানাবলীর পাশাপাশি কিয়ামতের পূর্বে কী কী আলামত ও নিদর্শন প্রকাশ পাবে, এ সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদিসে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসে বর্ণিত কিয়ামতের সেসব নিদর্শনাবলী সম্পর্কে এখন আলোচনা শুরু হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে সবগুলো নিদর্শন নিয়ে আলোকপাত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী জানার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসকল নিদর্শন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং বলে গেছেন যে, এগুলো কিয়ামতের নিদর্শন; এই অবস্থাগুলো যখন তোমরা দেখতে পাবে, তখন বুঝে নিবে যে, কিয়ামত একদম নিকটে এসে গেছে। অতএব, এই নিদর্শনগুলো যখন আমরা দেখবো, তখন আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

[৪] সুরা আবাসা: ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬।
[৫] সুরা হজ্জ: ২।

প্রথমতঃ এগুলো শুনে যেন আমাদের ঈমান মজবুত হয়। কারণ, যখন আমরা দেখতে পাবো যে, নিদর্শনগুলো হাদিসে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা সংগঠিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে গেছেন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে, সেই বিষয়টা আমরা ঠিক এখন দেখতে পাচ্ছি, তখন নিশ্চিতভাবেই এর দ্বারা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়তঃ ওই নিদর্শনগুলোর মধ্যে যেগুলোকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্দনীয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ওগুলো থেকে আমরা যে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি; আমাদের দ্বারা যে এই ধরণের কাজ কখনো না হয়। তবে সবচেয়ে বড় করণীয় হলো, আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

কিয়ামতের নিদর্শন দুই প্রকার

কিয়ামতের নিদর্শনাবলী মৌলিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত। কিছু নিদর্শনকে বলা হয় 'আলামতে সুগরা' (العلامة الصغرى) বা ছোট নিদর্শন। আর কিছু নিদর্শনকে বলা হয় 'আলামতে কুবরা' (العلامة الكبرى) তথা বড় নিদর্শন।

বড় নিদর্শন

কিয়ামতের একেবারে নিকটতম সময়ে যে নিদর্শনগুলো প্রকাশ পাবে, এবং প্রকাশ পাওয়া শুরু হলে একের পর এক প্রকাশিত হতেই থাকবে, তাই হচ্ছে বড় নিদর্শন। যেমন, দাজ্জাল বের হবে; হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে দুনিয়ায় আগমন করবেন এবং খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন; ইয়াজুজ-মাজুজ নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে ইত্যাদি।

ছোট নিদর্শন

বড় বড় নিদর্শনগুলো প্রকাশ পাওয়ার আগে যে-সকল নিদর্শন প্রকাশিত হবে, তাকে বলা হয় ছোট নিদর্শন বা العلامة الصغرى।

কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন: শেষনবির আগমন

হাদিস শরীফে কিয়ামতের যে-সকল নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি নিদর্শন হলো, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়ায় আগমন।

হযরত সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال بِإِصْبَعَيْهِ هكَذَا؛ الوُسْطى وَالَّتِيْ تَلِيَ الْإِبْهَامَ وَقَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

> আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় উঠিয়ে ইশারা করে বলেছেন, আমি কিয়ামতের এতটুকু আগে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছি যে, আমার মাঝে আর কিয়ামতের মাঝে ব্যবধান হলো এতটুকু, যতটুকু ব্যবধান এই দুই আঙুলের মাঝখানে।[৬]

কিয়ামত এবং কিয়ামতের পূর্বে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণও তাঁদের উম্মতদেরকে বলেছেন, সতর্ক করেছেন। তাঁদের বর্ণিত নিদর্শনসমূহের মাঝেও প্রথম নিদর্শন ছিলো এটি—শেষনবির আগমন। শেষনবির আগমন ঘটবে, ব্যস, তাহলেই তোমরা বুঝে নিবে যে, কিয়ামত নিকটে এসে গেছে।

আর আমরা সবাই জানি, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তো তাঁর আগমন কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন।

[৬] সহিহ বুখারি: খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৯৬৩।

এক হাদিসে ৬টি নিদর্শন

কিয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন সংক্রান্ত বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আউফ ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে একই সাথে কিয়ামতের ৬টি আলামতের কথা এসেছে। তিনি বর্ণনা করে বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِيْ: اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ؛ مَوْتِيْ، ثُمَّ فَتْحَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، وَاسْتِفَاضَةَ الْمَالِ؛ حَتّٰى يُعْطٰى الرَّجُلُ مِأَةَ دِيْنَارٍ، فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ؛ لَا يَبْقٰى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدُنَةٌ؛ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُوْنَ فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ رَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

তাবুক যুদ্ধ চলাকালে আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম, তিনি তখন চামড়ার তৈরি একটি তাঁবুতে বসা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, তুমি কিয়ামতের নিদর্শনরূপে ৬টি জিনিস গুণে রাখো—১. আমার মৃত্যু; ২. বাইতুল মাকদিস বিজয়; ৩. ব্যাপক মহামারী; ৪. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য; ৫. ব্যাপক ফিতনা; ৬. তোমাদের মাঝে এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে যুদ্ধবন্ধের চুক্তি হবে এবং তারা চুক্তিভঙ্গ করবে। চুক্তিভঙ্গ করে তারা বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। ৮০টি পতাকা সহকারে তারা আসবে এবং প্রতিটি পতাকার অধীনে থাকবে ১২ হাজার করে সৈন্য।[৭]

[৭] সহিহ বুখারি: খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৪৫০।

কিয়ামতের দ্বিতীয় নিদর্শন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল

উপরোক্ত হাদিসে কিয়ামতের একটি নিদর্শন, যা আমাদের বর্ণনাক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় উল্লেখ করে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— আমার ইন্তেকাল কিয়ামতের একটি নিদর্শন।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল এই দুনিয়া থেকে বিদায়গ্রহণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

কিয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন: বাইতুল মাকদিস বিজয়

উল্লিখিত হাদিসে কিয়ামতের আরেকটি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে যে, বাইতুল মাকদিস (বাইতুল মুকাদ্দাস) মুসলমানদের হাতে জয় হবে।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই হাদিস বর্ণনা করেন, তখন এবং এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস খ্রিষ্টানদের দখলে ছিলো। পরবর্তীতে ১৬ হিজরি সনে, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে এই বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে জয় হয়। এরপর প্রায় পাঁচশত বছর তা মুসলমানদের আয়ত্বে ছিলো।

বাইতুল মাকদিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে দুইবার জয় হয়েছে। একবার হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায়, ১৬ হিজরিতে। দ্বিতীয়বার ৫৮৩ হিজরি মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে; সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে।

প্রথমবার জয়লাভ করার পর থেকে নিয়ে প্রায় পাঁচশত বছর পর্যন্ত মুসলমানদের দখলে ছিলো। ৪৯৩ হিজরিতে খ্রিষ্টানরা তা দখল করে নেয় এবং ৯০ বছরের মতো তাদের দখলে রাখে। এরপর ৫৮৩ হিজরিতে হযরত সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নেতৃত্বে আবার তা মুসলমানদের হাতে আসে।

৫৮৩ হিজরিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে জয় হওয়ার পর থেকে নিয়ে এই গত শতাব্দীতেও উসমানী খিলাফত পতনের আগ পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের কব্জায় ছিলো। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানী খিলাফত পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায় দুনিয়া থেকে। সেই সাথে ইসলামের প্রথম কিবলাও দ্বিতীয়বারের মতো আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯২৪ সাল তথা খিলাফত-শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার আগে থেকেই ইংরেজদের প্ররোচনায় ইহুদিরা বাইতুল মাকদিসের সীমানায় ওদের বসতি বানানো শুরু করে। ১৯৪৮ সালে ওরা সম্পূর্ণরূপে ওদের দখলে নিয়ে ফেলে। তবে তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে।

কারণ—মুসলিম শাসকদের গাফলতি

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাধ্যমে বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে আসার পর প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের অধীনে ছিলো। প্রথমবার হাতছাড়া হওয়ার কারণ ছিলো, মুসলিম শাসকদের গাফলতি। দ্বিতীয়বারের কারণও তা-ই। এখনো পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস ইহুদিদের দখলে রয়েছে।

পবিত্র ভূমি আল-আকসা ও বাইতুল মাকদিস ১৯২৪ সালের পর থেকে এখনো পর্যন্ত ইহুদিদের দখলে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, আবারো তা আমাদের হাতে আসবে। অচিরেই মুসলমানরা তাদের প্রথম কিবলা ইহুদিদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে, ইনশাআল্লাহ।

চূড়ান্ত লড়াই

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُوْدِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ! يَا عَبْدَ اللهِ! هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ، فَتَعَالْ، فَاقْتُلْهُ! إِلَّا الْغَرْقَدَ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সঙ্গে ইহুদি সম্প্রদায়ের যুদ্ধ না হবে। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করতে থাকবে। ফলে তারা পাথর বা গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে—"হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইহুদি; আমার পিছনে লুকিয়ে আছে, এসো, তাকে হত্যা কর।" তবে 'গারকাদ' নামক গাছ এমনটা বলবে না; কারণ, এটা হচ্ছে ইহুদিদের সহায়তাকারী গাছ।[৮]

এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী ইহুদিদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করবে যে, ইহুদিরা মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করবে, গাছের আড়ালে আত্মগোপন করবে। আল্লাহ তাআলার হুকুমে তখন গাছ ও পাথরের যবান খুলে যাবে, ফলে মুসলিম সৈনিককে আসতে দেখে গাছ ও পাথর থেকে আওয়াজ বের হবে—হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! আমার আড়ালে ইহুদি বসা; তাকে হত্যা করো।

তবে শুধু একটি গাছ; 'গারকাদ' নামক এক জাতীয় গাছ তার আড়ালে কোন ইহুদি আত্মগোপন করলেও এই কথাটি বলবে না।

ইহুদিদের 'চতুরতা'!

যেহেতু হাদিসে বলা হয়েছে যে, গারকাদ গাছ তাদেরকে আশ্রয় দেবে; মুসলিম সৈনিকদেরকে তাদের কথা বলবে না। এজন্য ইহুদিরা এখন এই গাছটা ওদের নিজস্ব এরিয়ায় (দখলকৃত অবৈধ ও জারজ রাষ্ট্রে) এবং ফিলিস্তিন সীমানায় খুব বেশি পরিমাণে ও ব্যাপকভাবে লাগাচ্ছে।

[৮] সহিহ মুসলিম: খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৩৯৬।

আমরা এই সকল হাদিস থেকে গাফেল হয়ে বসে আছি। কিন্তু ইহুদিরা জানে, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে গেছেন, সব সত্য; অতএব এটা হবেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই গারকাদ গাছ লাগানোর কারণে কি তারা আসলেই রক্ষা পাবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হাদিসে বলেছেন, গারকাদ গাছ এই কথা বলবে না; আমাদেরও যেহেতু জানা হয়ে গেছে বিষয়টি, সুতরাং ঐ সময়ে যে-সকল মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, এখন আমরা যারা দুনিয়ায় রয়েছি, সেই সৈন্যদলে থাকার সৌভাগ্য হবে কিনা! আল্লাহ তাআলা আমাদের কারো ভাগ্য ভালো রাখলে থাকতেও পারি তাঁদের মধ্যে...) তাঁরা যখন গারকাদ গাছের সামনে যাবেন, তখন তো তারা গাছের পক্ষ থেকে উপরোক্ত কথা বলা ছাড়াই এর আশপাশে খোঁজ করবেন, কোনো ইহুদি তার আড়ালে আছে কিনা! অতএব, গারকাদ গাছ কি তাদের বাঁচাতে পারবে!? এতটুকু বুদ্ধিও কি ওদের আছে? থাকলে তো মুসলমানই হয়ে যাওয়ার কথা!